দৈনিক খবর

তারিখ ...14 JAN 1991...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫...

ঢাকা ভার্সিটি শিক্ষক সমিতির মুক্ত আলোচনা

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে অবিলম্বে একটি অভিন্ন আচরণ বিধি প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় বক্তারা বলেছেন, আমাদের সকলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করা হচ্ছে। তাঁরা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও

২-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা ভার্সিটি শিক্ষক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তাঁর সরকারের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেছেন।

গতকাল রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি মিলনায়তনে 'অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় শিক্ষকের ভূমিকা' শীর্ষক মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এ আলোচনায় অংশ নেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শাহাদাত আলী, অধ্যাপক অজয় রায়, ডঃ আহমেদ কামাল, ডঃ হারুন-অর-রশীদ, ডঃ খাদিজা খাতুন, অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী, অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, ডঃ মোস্তফা চৌধুরী, ডঃ নূরুর রহমান খান, ডঃ শওকাত আরা হোসেন ও আবদুল মান্নান খান। আলোচনা অনুষ্ঠান উপস্থাপনা ও প্রস্তাব পাঠ করেন সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক ডঃ আরেফিন সিদ্দিক।

অধ্যাপক অজয় রায় শিক্ষকদের অন্যায় ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সাহসী ভূমিকা রাখার আহবান জানিয়ে বলেন, আমরা গণতন্ত্র চাই সাধারণ মানুষের ভাত, কাপড়, শিক্ষা, বাসস্থান ও বাকব্যক্তি স্বাধীনতার নিশ্চয়তা পেতে। '৭৫-এর পর থেকে সমাজে যে প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ ভেঙে পড়েছে তা আজ কারো একক চেষ্টায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই জাতির এই ক্রান্তিকালে জাতীয় সরকার কিম্বা ন্যূনতম যুক্তফ্রন্ট সরকারের দাবী উঠেছে।

ডঃ আহমেদ কামাল বলেন, আজ আমরা যদি সন্ত্রাস দমনের জন্য মাস্তানীকে ব্যবহার করি তবে আমরা পুনরায় সন্ত্রাসের জন্ম দেব। মধ্যবিত্তরা নিজের সুবিধরার জন্য গণতন্ত্রকে হত্যা করে আবারো গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কথা বলে। এ প্রবণতা দূর করতে হবে।

ডঃ হারুন-অর-রশিদ বরেন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান জাতির সামনে আজ একটা চ্যালেঞ্জ। জনগণের স্বাধীন ভোটাধিকার যদি নিশ্চিত করা যায় তবে এ চ্যালেঞ্জের প্রাথমিক পর্যায় আমরা অতিক্রম করতে পারব। জনগণের রায়কে চূড়ান্ত ধরে তাদের ওপরই নীতি নির্ধারণকে ছেড়ে দিতে হবে। কোনক্রমেই সামরিক শাসন যেন না আসতে পারে। এই মুহূর্তে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অর্থ স্বৈরাচারের হাতকে শক্তিশালী করা বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, স্বৈরাচারের পতনের পর একমাস আগে বিভিন্ন দল, জোট, নেতা-নেত্রী যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা থেকে অনেকে ইতিমধ্যেই সরে এসেছেন। অনেকে আজ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প যা রয়েছে তারা কি তাই চান? তিনি নির্বাচনের পরে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী বলেন; নির্বাচনে শিক্ষকরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দু'ধরনের ভূমিকা রাখতে পারেন। প্রত্যক্ষভাবে যারা জড়িত হবেন তারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করবেন। আর পরোক্ষভাবে যারা থাকবেন তাদের দায়িত্ব হবে মহল বিশেষ বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চরিত্র হননের মাধ্যমে নির্বাচন বানচাল অথবা পরিস্থিতি ঘোলাটে করার যে চেষ্টা করছে তা প্রতিহত করার জন্য কাজ করা।

ডঃ মোস্তফা চৌধুরী সমাজ থেকে মাস্তান উৎখাতের জন্য আইনের শাসনের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, নির্বাচনে যাদের ভরাডুবির সম্ভাবনা তারা নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করবেন। এটা প্রতিরোধ করতে হবে। শিক্ষকদের দায়িত্ব হবে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে গমন এবং সচেতনভাবে ভোটদানে উদ্বুদ্ধ করা।

গৃহীত প্রস্তাব

মুক্ত আলোচনা শেষে সভায় বিভিন্ন বক্তা আলোচনার প্রেক্ষিতে ছয় দফা প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সত্যিকার অর্থে অবাধ ও নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে দেশের সকল জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোকে খুবই সংযমী ও সহনশীল থাকা এবং সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে অবিলম্বে একটি অভিন্ন আচরণ বিধি প্রণয়ন করে তা কার্যকরীভাবে অনুসরণের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিন জোটের প্রতি আহবান জানান হয়।

প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়, বর্তমান অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও তাঁর সরকারের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আমরা অনুরোধ করছি যেন সকল মহল জাতীয় স্বার্থে বর্তমান সরকারের বিরূপ সমালোচনা থেকে এ মুহূর্তে বিরত থাকেন।

প্রস্তাবে আসন্ন নির্বাচনে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানানো হয় এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিসহ অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠনের সমন্বয়ে কয়েকটি পরিদর্শক দল গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। স্বৈরাচারী এরশাদের শাসনামলে অর্থসহ যে সকল রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিদেশে অবৈধভাবে পাচার করা হয়েছে তা অবিলম্বে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রস্তাবে অস্থায়ী সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়।